[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মিডিয়ায় তিন দশক “এনালগ থেকে স্মার্ট যুগে”

সময়ের নিরন্তর প্রবাহে থামতে হয় কখনো প্রয়োজনে, কখনো অপ্রয়োজনে। এরই মাঝে ঘটে যায় বহু ঘটনা। যা রয়ে যায় স্মৃতি হয়ে। সেই স্মৃতি ধরে রাখতে হয় জীবনের প্রয়োজনে। না হলে জীবনটা হয়ে ওঠে নিরানন্দময়। প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদ বলেছেন “জীবনে কিছু কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর কখনো মিলেনা, কিছু কিছু ভুল থাকে যা শোধরানো যায়না, আর কিছু কিছু কষ্ট থাকে যা, কাউকে বলা যায়না”।

কথাগুলো এজন্যই বললাম আমাদের ঘটে যাওয়া স্মৃতিগুলো আর জীবনের কষ্টগুলো প্রতিনিয়তই আমাদের হাসায়-কাঁদায়।
আমি ৯০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনেকটা শখের বসেই এসেছিলাম সংবাদপত্রের জগতে। কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক শিকল পত্রিকা দিয়ে শুরু হয় এই জগতে পদার্পণ। এখন অনেক অনুজ সাংবাদিক ডেকে থাকেন সিনিয়র বলে। অর্থাত, বয়স যে বেড়েছে সেটা বুঝতে আর বাকি নেই। যাইহোক, আজকের লেখার বিষয়টি একেবারেই নিজেকে নিয়ে। দেখতে দেখতে প্রায় তিন দশক পূর্ণ হতে চলেছে আমার সাংবাদিকতা। এটা আমার কাছে ছোট্ট সময় মনে হলেও এই সময়ের মধ্যে পার হয়েছে বেশ কয়েকটি সরকার। পরিবর্তন হয়েছে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা। আমরা এনালগ যুগে আমাদের সাংবাদিকতা শুরু করলেও ডিজিটাল যুগ পার করে এখন অবস্থান করছি স্মার্ট যুগে। আসলে এখন কালেরধারায় বদলেছে আমাদের সাংবাদিকতা। এক সময়ের প্রিন্টের পত্রিকার কদর উবে গিয়ে এখন দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মোবাইল সাংবাদিকতা। বাঁশি খবর নয়, স্মার্ট যুগের মানুষের রুচি পাল্টেছে একেবারেই আনকোরা খবরের। তারা ঘটনার সাথে সাথে দেখতে চাচ্ছে ভিডিও এবং স্থিরচিত্র।

অনেকের মনে আছে জাপানের ইয়াসিকা ক্যামেরা আর সনি ব্রান্ডের টেপরেকর্ডারে কথা। ওই সময়ে এইগুলো থাকা মানে সে ছিল স্মার্ট সাংবাদিক। সময়ের কারণে ওগুলো এখন ইতিহাস।

একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন মানেই একজন স্মার্ট সাংবাদিক। তবে,

এক্ষেত্রে কিছু অখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ৫ শ বা ১ হাজার টাকার বিনিময়ে সাংবাদিক তৈরী করছে। নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ ও বাজারজাত না করতে পারলেও কার্ড বাণিজ্যের মাধ্যমে তারা জন্ম দিচ্ছেন অর্ধ শিক্ষিত বা বিনাবেতনের অসংখ্য সাংবাদিক। ফলে সাংবাদিক পেশার মর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে।

বিডিনিউজ ওয়েবসাইট বন্ধ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার

গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে বিডিনিউজ২৪ এর নিউজ পোর্টাল লিংকে প্রবেশ করতে পারছেন না লাখো ব্যবহারকারী। বিডিনিউজ২৪ সাইটে প্রবেশ করতে গেলেই একটা বার্তা আসছে, যেখানে লেখা আছে “you are unable to access quintype.io”। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

অনেকে বলতে চাইছেন, ভারত সফরে সালফান এফ রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাচ্ছে না ভারত, এমন নিউজের কারণে বাংলাদেশের রেগুলেটরি কমিশন থেকে বিডিনিউজের ওয়েবসাইট ব্লক করে দেয়া হয়েছে। অথচ ভারতে হতে যাওয়া জি-২০ সম্মেলনে সালমান এফ রহমানকে অন্তর্ভুক্তি না করার বিষয়টি অনেক পত্রিকাই সংবাদ প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র বিডিনিউজ২৪ নিষেধাজ্ঞার কবলে পরবে এটা কোনো মতেই বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নয়। চন্দন নন্দীর যে প্রতিবেদনের কারণে এই গুজব ডালপালা মেলেছে, সেই রিপোর্ট হুবুহু প্রকাশিত হয়েছে নর্থ ইস্ট নিউজ পোর্টালে। সেই নিউজের কোথাও সালফান এফ রহমানকে ভারত সফরের অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে কিছুই উল্লেখ নেই। রিপোর্টটি পুরোপুরি বাংলাদেশ ভারতের সম্পর্কের একটি বিশ্লেষণ।

এই গুজব ছড়ানোর মূল কারণ, বিডিনিউজের ইংরেজি পত্রিকায় চন্দন নন্দীর একটি লেখা খুঁজে না পাওয়া। বিডিনিউজের সাইটে “Caught in a cleft stick” নিবন্ধে ভারত বাংলাদেশের সম্পর্কের ফাটলের ব্যাপারে লেখাটি প্রকাশিত হয় ১ সেপ্টেম্বর রাত ১২ টার পর। আর বিডিনিউজ সাইট বন্ধ হয় একইদিন সকাল ১০টায়। সাংবাদিক চন্দন নন্দী তার

বিশ্লেষণধর্মী লেখাটি বিডিনিউজে খুঁজে না পেয়ে “North east News” এর অনলাইন ভার্সনে আবার প্রকাশ করেন। সেখানে উনি উল্লেখ করেন বিডিনিউজে উনার লেখাটি প্রকাশিত হবার ২ ঘন্টার মধ্যে বিডিনিউজ২৪ পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। চন্দন নন্দীর এই বক্তব্যের কারণেই গুজবটি ডালপালা ছড়ায়।

অনেকেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্য আরেকটি প্রতিবেদনের লিংক সামনে এনেছেন। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কারণে যানজট বাড়বে এমন একটি প্রতিবেদন ১ সেপ্টেম্বর রাতে বিডিনিউজ করাতে নাকি সরকার এই সাইট বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এমন সংবাদ দৈনিক যুগান্তর, আজকের পত্রিকাসহ অনেক গণমাধ্যম করেছে। কিন্তু তাদের প্রকাশনায় কোনো সমস্যা হয়নি। তাছাড়া এ পর্যন্ত সরকারের ভুলভ্রান্তি আর সমালোচনা করে অনেক পত্রিকাই সংবাদ করেছে, সবাই মুক্ত ও স্বাধীনভাবেই কাজ করে যাচ্ছে।

বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশিদের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায়, আমেরিকা, কানাডা, যুক্তরাজ্যসহ দেশের বাইরে থেকে বিডিনিউজ২৪ সাইটে প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তার অর্থ দাঁড়ায়, বিডিনিউজ২৪ ওয়েবসাইট বাংলাদেশের গেটওয়ে থেকে বন্ধ করা হয়নি।

এদিকে বিডিনিউজ২৪ এর কর্মকর্তা আর সাংবাদিকরা জানান, ওয়েবসাইট ছাড়া তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম একইভাবে চলছে। কোথাও কোন বাধা বা নিষেধাজ্ঞা নেই। বিডিনিউজ২৪ এর ফেসবুক পেইজে একইভাবে প্রতিদিনেন মতো খবর আপটেড আসছে, নতুন খবর প্রকাশিত হচ্ছে। তারা আরো জানান, টেকনিক্যাল ত্রুটির কারণে বিডিনিউজ২৪ এর ওয়েবসাইট এ আপাতত প্রবেশ করা যাচ্ছে না। তাদের আইটি টিম এ নিয়ে কাজ করছেন। খুব শিগগিরই তারা তাদের ওয়েবসাইট সচল করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য যে, বিডিনিউজ২৪ নিউজ পোর্টালের হোস্টিং করা হয়েছে ভারতীয় মাল্টিন্যাশনাল টেক জায়েন্ট কোম্পানি কুইনটাইপ থেকে। হোস্টিং কোম্পানির চার্জ অনিয়মিত হওয়ার কারণেও ব্যাঙালুরু ভিত্তিক এই টেকজায়ান্ট বিডিনিউজ২৪ এর ওয়েবসাইট সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। অথবা হোস্টিং কোম্পানি কুইনটাইপ এর সার্ভারে টেঙ্কনিক্যাল কোন সমস্যার কারণে এই সংকট হয়ে থাকবে। পাঠকদের কুইনটাইপ এর সার্ভারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

সাংবাদিক জনি চুয়াডাঙ্গা থেকে গ্রেফতার

চাঁদাবাজি ও প্রতারণা মামলায় এশিয়ান টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি সাংবাদিক মিজানুর রহমান জনিকে চুয়াডাঙ্গা শহর থেকে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

গতকাল সন্ধ্যায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি টিম তাকে গ্রেফতার করে। তােকে এনটিভির সাংবাদিকের ক্যামেরা ছিনতাই ও চাঁদাবাজি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উলবাসারের দায়ের করা মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে।

গত ২২ নভেম্বর মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজির হয়ে মামলা দায়ের করেন বাদী রেজ আন উল বাসার তাপস। আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ, দাঙ্গাবাজ, সন্ত্রাসী এবং চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। বাদী দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসাবে সেই কর্মরত রয়েছেন। সেই সুবাদে বাদীর সাথে আসামীর পরিচয় হয়। গত ১/১১/২০২১ তারিখে আসামি মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার কফির দোকানে বসিয়া বলে যে আমি আমার পরিবারের ছবি উঠানোর কথা বলে বাদীর এনটিভির জন্য ব্যবহৃত ডিএসএলআর ক্যামেরা কয়েকদিনের জন্য নেয়। যার মূল্য আনুমানিক এক লাখ টাকা। কিন্তু আসামী মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিনের জন্য ক্যামেরা নিলেও আর ফেরত না দিয়ে দিনের পর দিন ঘুরাইতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামী ৫০ হাজার টাকা চাঁদার বিপরীতে ক্যামেরা ফেরত দিতে রাজি হয়। বাদি অনুপায় হয়ে বিভিন্ন সময় নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে ৪৭ হাজার টাকা দেয়। তারপরেও আসামী ক্যামেরা ফেরত না দিয়ে আজকাল বলে ঘুরাইতে থাকে। পরে বিষয়টি বিভিন্ন জনকে জানালে আসামী

আরো ৩০ হাজার টাকা দাবি করে অন্যাথায় বাদীর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করবে বলে হুমকি প্রদান করে। এছাড়া আসামী বিভিন্ন সময় বাদীকে নানাভাবে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দেয়। আসামী সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন মানুষের সাথে প্রতারণা করে চলেছে। আসামীর বিরুদ্ধে আদালতে চাঁদাবাজির মামলা চলমান রয়েছে।

এছাড়া সম্প্রতি হোটেল আটলান্টিকা নিয়ে ব্ল্যাকমেইলার চার সাংবাদিকের মধ্যে মিজানুর রহমান জনি অন্যতম। ওই মামলার আসামি প্রিয়া খান ও ছন্দা খাতুন পৃথক পৃথক জবানবন্দীতে মিজানুর রহমান জনিকে অভিযুক্ত করেছেন। যা নিয়ে গত ১ ডিসেম্বর মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদ প্রকাশ হয়। সংবাদ প্রকাশের পর থেকে মিজানুর রহমান জনি আত্মগোপনে ছিলেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের” অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করলেন

জেলার একমাত্র সরকারি মিডিয়া তালিকাভূক্ত দৈনিক “মেহেরপুর প্রতিদিনের” অভ্যন্তরিন নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (বিজ্ঞাপনও নিরীক্ষা) রোকসানা আক্তারের নেতৃত্বে একটি টিম।
আজ শুক্রবার (২০ মে) দিনব্যাপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে এসে বিভিন্ন খাতাপত্র নিরীক্ষা ও অফিস পরিদর্শন করেন তারা।
এসময় উপপরিচালক (বিজ্ঞাপন ও নিরীক্ষা) তৌফিকুল ইসলাম, ইন্সপেক্টর অ, ফ, ম মঈনুল ইসলাম ও অফিস সহকারী আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে অফিসে পৌছালে মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু তাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। এসময় বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন, প্রতিবেদক সিরাজুদ্দোজা পাভেল, এস এ সাদিক, সাকিব হাসান রুদ্র ও অফিস সহকারী আসিফ ইকবাল

শুভ উপস্থিত ছিলেন।
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পরিচালক (বিজ্ঞাপনও নিরীক্ষা) রোকসানা আক্তার অফিস পরিদর্শনের সময় অফিস ব্যবস্থাপনা ও খাতা পত্র দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনের সার্বিক মঙ্গল ও সফলতা কামনা করেন।

মেহেরপুর প্রেসের সম্পাদক জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি মামলা

মেহেরপুর প্রেস নামক অনলাইন নিউজ পোর্টালের সম্পাদক মিজানুর রহমান জনিসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে সদর থানায় চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের তবিরুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি বাদি হয়ে এ মামলা করেন। যার মামলার নম্বর ১৯। মামলার অপর আসামীরা হলেন- সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামের সেকেন্দার আলীর ছেলে মহাসিন, ওমর আলীর ছেলে মফিজুর রহমান, হযরত আলীর ছেলে ইসরাফিল হোসেন, খোকনের ছেলে লাল্টু, জিল্লুর রহমানের ছেলে আরিফুল এবং নসিমদ্দীনের ছেলে সাইদুর রহমান।
বাদির অভিযোগ, তিনি এক্সকাভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মাটি কাটার ব্যবসা করেন। এ সূত্র ধরে মেহেপুর প্রেস সম্পাদক মিজানুর রহমান জনি কয়েকদিন যাবৎ তার কাছে চাাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় মিজানুর রহমান জনি তাকে বিভিন্নভাবে হুমকি প্রদান করে আসছে। যে কারণে তিনি চাঁদাবাজির অভিযাগ তুলে মিজানুর রহমান জনিসহ ৭জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলার করেন।
মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মামলাটি রেকর্ড করার পর এসআই আবদুল্লাহকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
এ ব্যাপারে মামলার ১ নম্বর আসামি মিজানুর রহমান জনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, মাটি কেটে বিক্রি করার করার লাইভ প্রচার করার কারণে আমাকে ১ নম্বর আসামি করে মামলা করা হয়েছে। বাকি ৬ আসামিরা

মেহেরপুরে “ভোরের কাগজ” পত্রিকার ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে “ভোরের কাগজ” পত্রিকার ২৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে সোমবার ১১ টার দিকে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে আলোচনা সভা ও কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

“ভোরের কাগজ” পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মর্তুজা ফারুক রুপক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

“ভোরের কাগজ” পত্রিকার সাফল্য কামনা করে বক্তব্য দেন, জেলা পরিষদ সচিব শাহিদুল আলম, জেলা শিক্ষা অফিসার মাহফুজুল হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের উপদেষ্টা সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন আরন্য। পরে কেক কাটার আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, এনটিভি প্রতিনিধি রেজআনুল বাসার তাপস, ভোরের কাগজ এর মুজিবনগর প্রতিনিধি হাসান মোস্তাফিজুর, সাংবাদিক মাসুদ রানা, তৌহিদুদ্দোজা রেজাসহ মেহেরপুর বিভিন্ন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইত্তেফাক পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি মাহাবুব চান্দু।

মেহেরপুরে ইত্তেফাক’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

স্বাধীকার থেকে স্বাধীনতাসহ বাংলাদেশের ইতিহাসে যতগুলি আন্দোলন হয়েছে ততগুলি আন্দোলনে একমাত্র মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে দৈনিক ইত্তেফাক। ইতিহাস ঐতিহ্যর ধারক হিসেবে ইত্তেফাক গণমাধ্যমের এক শক্তিশালি হাতিয়ার। দেশের পক্ষে, মানুষের পক্ষে, মানবতার পক্ষে সংবাদ প্রকাশ করতে গিয়ে ইত্তেফাককে অনেক কন্টকময় পথও অতিক্রম করতে হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর থিয়েটার হলে অনুষ্ঠিত ইত্তেফাক এর ৬৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের অতিথিরা এসব কথা বলেন।

ইত্তেফাকের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক ও লোক গবেষক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রতিদিন’র সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

সাংস্কৃতিক কর্মী মাহবুবুল হক মন্টুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, ইত্তেফাকের গাংনী উপজেলা প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক আজাদ আলী, মহাজনপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক ও সাংস্কৃতিক কর্মী শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জাকির হোসেন খান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ইত্তেফাক’র ৬৮ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা হয়।

জীবননগরে দৈনিক সময়ের সমীকরণের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

জীবননগরে দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪ টার সময় জীবননগর প্রেস ক্লাবে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়।

অনুষ্ঠানে সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর অফিস প্রধান জি এ জাহিদুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, এ আর ডাবলু, রাসেল হোসেন মুন্না, মফিজুল ইসলাম, রমজান হোসেন, শাকিল হোসেন, আহম্মেদ সগীর প্রমুখ ।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার জীবননগর অফিসের সহকারী ব্যুরো মিঠুন মাহমুদ ।

হাসাদাহে দৈনিক সময়ের সমীকরণের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সময়ের সমীকরণের ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকালে হাসাদাহ প্রেস ক্লাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।